জনসংযোগ কার্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন:৭৭৯১০৪৫-৫১, ফ্যাক্স:০২২২৪৪৯১০৫২
ওয়েবসাইট: www.juniv.edu

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়:

জাতীয় শোক দিবস পালিত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫ আগস্ট ২০২২।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ সকাল দশটায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো: নূরুল আলম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এ সময় উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক শেখ মো. মনজুরুল হক, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. রাশেদা আখতার, সাবেক উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আমির হোসেন, গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. অজিত কুমার মজুমদার, রেজিস্ট্রার (চুক্তিভিত্তিক) রহিমা কানিজ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. লায়েক সাজ্জাদ এন্দেল্লাহ, ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আ.স.ম. ফিরোজ-উল-হাসান, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারি ও শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর উপাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন, আগস্ট বাঙালির কাছে শোকের মাস। এ মাসে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হারিয়েছি। এ দিন আরও হারিয়েছি বঙ্গবন্ধুর সহধর্মীনি, তাঁর পুত্র, পুত্রবধু এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে। খুনিচক্র এ দিন বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্র রাসেলকেও হত্যা করে। সেদিন বিদেশে থাকায় ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা। খুনিচক্র হয়তো ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষের মন থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলা যাবে। তাদের সেই ধারণা ছিল ভুল। বাঙালি শোককে শক্তিতে পরিণত করতে শিখেছে। জীবিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ে শহীদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনেক শক্তিশালী। মানুষের মনের ভেতর বঙ্গবন্ধু শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় ঠাই করে নিয়েছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাঙালি এখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাস্তবায়ন হচ্ছে। উপাচার্য দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে প্রধানমন্ত্রীর সহযোগী হওয়ার জন্য সকলকে আহবান জানান। উপাচার্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা ক্লাব, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, শিক্ষক সমিতি, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, অফিসার সমিতি, কর্মচারি সমিতি, কর্মচারি ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় মোনাজাত করা হয়। এর আগে সকাল সাড়ে নয়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে থেকে উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি শোক র‍্যালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে গিয়ে শেষ হয়।

দিবসটি উপলক্ষে বেলা সাড়ে এগারোটায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে উপাচার্য শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এ সময় উপ-উপাচার্য (প্রশাসন), কোষাধ্যক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারি এবং শিক্ষার্থীরগণ উপস্থিত ছিলেন।

দিবসটি উপলক্ষে বেলা সোয়া নয়টায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের সামনে স্থাপিত বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে উপাচার্য শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। উপাচার্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মোহা. মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য হলের প্রভোস্টগণ বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে শিশু কিশোরদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মসজিদে কোরআনখানি ও দোয়া মাহফিল, মন্দিরে প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)